দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৮ ৩ কলাম ১

চারশ' সিটের এফ রহমান হলে দেড় হাজার ছাত্রের বসবাস

॥ সাইদুর রহমান ॥

নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হল। নিম্নমানের খাবার, অপরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা, তীব্র আবাসন সমস্যার এই হলে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। হলে ৪১২টি সিটের বিপরীতে বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র বাস করছে। সিট সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, হলের মসজিদকে গণরুম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। হলের ছাত্রদের অভিযোগ, কৃত্রিমভাবে এ সংকট তৈরি করা হয়েছে। হল প্রশাসনের দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার কারণে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না।

হলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গত রবিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময়ে ছাত্ররা এই হলকে কারাগার ও বস্তি এলাকার সঙ্গে তুলনা করে প্রশাসনের

(১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

চারশ' সিটের

(২০শ পৃঃ পর)

তাহে হলের সমস্যার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। হলের ছাত্ররা বলেন, হলের ক্যান্টিন ও মেসে খাবারের দাম বেশি, হল সেলুন অনিয়ন্ত্রিত, গোসলখানা ও টয়লেটে দুর্গন্ধযুক্ত, পানির ট্যাঙ্ক সব সময়ে অপরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়াও হল প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তুলে ধরা হয় অনেক অভিযোগ। ছাত্রদের অভিযোগ, প্রভোস্ট অফিসে আসেন অনিয়মিত ও সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে পাঁচতলা বিশিষ্ট স্যার এ এফ রহমান হলে ছাত্রদের থাকার জন্য সিট রয়েছে মাত্র ৪১২টি; কিন্তু হলে বাস করছে দেড় হাজারেরও বেশি ছাত্র। ফলে হলে বেশ কয়েকটি গণরুমের সৃষ্টি হয়েছে। এক একটি রুমে বসবাস করছে ৪০/৫০ জন ছাত্র। গণরুমে ঘনবসতির কারণে গত দুই বছর মসজিদকে গণরুম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ আগে মসজিদ ফাঁকা থাকতো। হলের ক্যান্টিনের খাবারের মান এতটাই অস্বাস্থ্যকর যে মাসে ২০/৩০ জন ছাত্র অসুস্থ হয়। মেসের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। মেস ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হলেও মান খারাপ। হলের গোসলখানা ও টয়লেট বহুদিন কোন সংস্কার করা হয়নি।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার জানান, আসনের তুলনায় এ হলে অতিরিক্ত ছাত্র অবস্থান করার কারণে বিচ্ছিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আবাসিক শিক্ষকরা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য তিনিও একটি নতুন বর্ধিত ভবন নির্মাণের দাবি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান বলেন, সব কিছুর আগে হলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে রাত ১২টার পরে হলে প্রবেশের ক্ষেত্রে খাতায় নাম লেখার প্রথা চালু করা যেতে পারে।

মতবিনিময় সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর, প্রভোস্ট ছাড়াও সহকারী প্রক্টর, আবাসিক শিক্ষক ও সহকারী আবাসিক শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।